মনে হয়

চিনি নে তোমায়, তবু দিবসের সব কাজ সেরে
হাতে পেলে একটু সময়
তোমারি আশায় বসে থাকি।

বুঝি নি কেমন তুমি, তবু মনে হয়
তোমার একটু সুর আমার সকল ব্যথা ছেয়ে
মধুরী জাগাতে পারে - দিতে পারে আশা আর গ
ান।

জানি নে আসবে কিনা -- আসবে কখন,
তবুও জীবনভোর ব্যস্ততার ফাঁকে
থেকে থেকে মনে হয় এই এলে - এই বুঝি এলে,
আঁধারের দীপখানি এই বুঝি দিলে তুমি জ্বেলে।

নীরেন্দ্র গুপ্ত

সংক্ষেপতঃ

মানুষের পথ হাঁটে
পথ হাঁটে পরিচিত কিম্বা কোনো অজানা
নগরে।
এমনি হাঁটার রীতি আজীবন,
তাই তারা বয়সের রেখা ধরে যথাযথ চলে।

মায়ের স্নেহের ছায়ে সকালের কিছুপথ হেঁটে
অবশেষে চলে যায় সাথীদের সাথে
কৈশোরের কৌতুকের নানারং মিছিলে হাঁটতে।

তারপর সরকারী বাঁধানো সড়ক পেয়ে
দ্বিপ্রহরে কিছুপথ হেঁটে চলে যায়
সাথে নিয়ে মনোরমা নারী।
কিছু পথ হেঁটে যায় শিশুদের হাত ধরে
আলোতে ছায়াতে।
চা খায় তর্ক তোলে ময়দান - রেস্তোরাঁ-ফুটপ
াতে।
রান্নাঘরে উঁকি মেরে রবীন্দ্রনাথের কাব্য হাতে
হয়তো বা অপরাহে আরো কিছু ক্লান্ত পথ হঁ
াটে।

সবশেষে কিছুপথ ইতস্ততঃ করে
সোজা হেঁটে চলে যায় চোখ বুজে মৃত্যুর
ভেতরে।

নীরেন্দ্র গুপ্ত